"মিষ্টি বাচ্চারা - সমগ্র সৃষ্টির পালনকর্তা হলেন এক বাবা, তিনি কখনও কারোর পালনা নেন না, তিনি সদা-ই হলেন নিরাকার - এই কথাটি প্রমাণ করে সবাইকে বোঝাও"

*প্রশ্নঃ - গডলি স্টুডেন্টদের প্রথম মুখ্য লক্ষণগুলি কেমন হবে?

*উত্তরঃ - গডলি স্টুডেন্ট কখনও মুরলী না শুনে থাকতে পারবে না। তারা এইরকম কখনই বলবে না যে মুরলী শোনার সময় নেই। যেখানেই থাকবে, জ্ঞানের পয়েন্ট চেয়েও পড়বে। কতো কতো পয়েন্টস্ আছে। যদি মুরলী না শুনবে তাহলে ধারণা কি করে হবে? এটা হলো পড়াশোনা, এখানে শিক্ষক হলেন সুপ্রিম টিচার তাই বাচ্চাদেরকে মুরলী কখনও মিস করা উচিৎ নয়।

*গীতঃ- তোমাকে পেয়ে আমরা...

ওম্ শান্তি । এখন তোমরা আত্মারা বাবাকে জেনে গেছো। বাচ্চারা জানে যে এক শিববাবাই, যাঁর কোনও সূক্ষ্ম বা স্থুল শরীর নেই। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরেরও সূক্ষ্ম শরীর দেখানো হয়। নামও আছে। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে - তাদের মধ্যে আত্মা আছে, সূক্ষ্ম শরীর আছে। এই সময় তোমরা বাচ্চারা ত্রিলোকীনাথ হচ্ছো। লক্ষ্মী-নারায়ণকে কেউ ত্রিলোকীনাথ বলবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণ এই ত্রিলোকের (মূলবতন, সূক্ষ্ম বতন, স্থুল বতন) বিষয়ে জানেন না। প্রত্যেক কথা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে হবে যে সঠিক কোনটা আর ভুল কোনটা! কেবল শুনে সত্য-সত্য বলা - এটা তো ভক্তি মার্গ হয়ে গেল। এখানে তো ভালো ভাবে বুঝতে হবে। এটা সত্য যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকরের সূক্ষ্ম শরীর আছে। কেবল এক শিববাবাই হলেন নিরাকার। তাঁর মন্দির তো অনেক প্রকারের তৈরী হয়েছে আর নামও অনেক প্রকারের রেখে দিয়েছে। অনেক মন্দির আছে, যেখানে শুধু শিবলিঙ্গ রাখা আছে। বম্বেতে তাঁকে বাবুরীনাথ (বাবুলনাথ) বলা হয়। শিব তো হলেন এক, বিদেশেও অনেক নাম রেখে দিয়েছে। এখন বাচ্চারা জানে যে আমরা হলাম আত্মা। পরমপিতা পরমাত্মা আমাদেরকে অর্থাৎ তাঁর বাচ্চাদেরকে পড়াচ্ছেন। তিন লোকের জ্ঞান প্রদান করছেন। এই সময় তোমরাও হলে ত্রিলোকীনাথ, কেননা তোমাদের মধ্যে এখন ত্রিলোকের জ্ঞান আছে। যখন তোমাদের মধ্যে জ্ঞান ছিল না, তখন তোমাদেরকে নাথ বলা হত না। কেবল ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণরাই হল ত্রিলোকীনাথ, যাদের মধ্যে ত্রিলোকের নলেজ আছে। নলেজফুল, ব্লিসফুল হলেন বাবা। সেই নিরাকার বাবা আমাদেরকে নলেজ প্রদান করছেন। কোনও সাকার মানুষকে গড বলা যায় না। এখানে তো গডকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে।

বাচ্চারা এখন তোমরা বুঝে গেছো যে - গড ফাদার হলেন এক নিরাকার শিববাবা, যিনি কারো পালনা নেন না। অন্যান্য সকলেরই পালনা হয়। আত্মা ছোটো শরীরে আসে। গর্ভের মধ্যে তো নিজের আঙুল চোষে। শিববাবার কোনও আঙুল নেই যে তিনি চুষবেন। শিববাবা বলছেন - আমি তো গর্ভে আসি না, অন্যান্য সবাইকেই গর্ভে যেতে হয়। তারপর তাদের পালনাও হয়। গর্ভাবস্থায় মা যেমন খাবার খাবে, যেমন কোনো টক জাতীয় খাবার খেলে তার প্রভাব বাচ্চার উপরে পড়ে তো বাচ্চার ক্ষতি হয়। শিববাবা জিজ্ঞেস করছেন - তোমরা আমাকে কিভাবে পালনা করবে? আমাকে তো বলেই থাকে সমগ্র সৃষ্টির পালনকর্তা। তাই আমার থেকে বড় কেউ নেই। এই কথাগুলিকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করে পয়েন্টস্ বের করতে হবে। শিববাবা অবশ্যই আছেন। তাঁকে প্রিয়তমও (মাশুক) বলা হয়। সকল মানুষই হলো সেই প্রিয়তমের প্রিয়তমা। তোমরা সবাই হলে সজনী, তিনি হলেন সাজন। সাজন হলেন নিরাকার। কোনও সাকার বা আকারকে সাজন বলা যাবে না। সকলের মাশুক (প্রিয়তম) হলেন এক নিরাকার শিববাবা। নিরাকার আত্মারা নিজেদের প্রিয়তমকে স্মরণ করে। স্মরণ কেন করে? অবশ্যই কিছু না কিছু কষ্টে আছে। সকল ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে। এই আশিক মাশুক (প্রিয়তম-প্রিয়তমা) হলো নিরাকারী। সেখানে যে সাকারী আশিক-মাশুক থাকে তাদেরও মহিমা হয়, খুব কমই হয়। একে-অপরের শরীরের মোহে থাকে। তাদের ভালোবাসা কোনও বিকারের জন্য হয় না। কেবল একে-অপরকে দেখতে থাকে। না দেখলে সুখ পায় না। শরীরকে স্মরণ করে। যেকোনও জায়গায় বসে থাকে। মনে করে আমার সামনে মাশুক দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরও সাক্ষাৎকার হয়, কেননা তাদের প্রেম হলো পবিত্র প্রেম। শরীরেরও শোভা হয় তাই না। বিকারের জন্য নয়, একে-অপরকে দেখে খুশী হয়। খাওয়ার সময় তার কথা স্মরণে এলে, ব্যস্, খাওয়াই ভুলে যায়। তাকেই দেখতে থাকে। তারাও সংখ্যায় অল্প হয়। এখানে সবাই হল আশিক (প্রিয়তমা), সেই মাশুকের (শিববাবার), কিন্তু খুব অল্প সংখ্যকই সত্যিকারের আশিক হয়, যারা পাশ উইথ অনার হয়! বাবা বলেন - বাচ্চারা, নিরন্তর আমাকে স্মরণ

করো, কেননা আমার থেকে তোমাদের অনেক সুখ প্রাপ্ত হয়। লৌকিক ভালবাসায় অল্পকালের জন্য সুখ প্রাপ্ত হয়। নিজেদের মধ্যে খুব ভালোবাসা থাকে। এটা হলো অসীম জগতের বাবার সাথে অসীম ভালোবাসা। সীমাহীন ভালোবাসা এক বাবার কাছেই আছে। বাচ্চারা জানে যে - তাঁর কোনও শারীরিক নাম নেই।

বিষ্ণুর দুইরূপ লক্ষ্মী-নারায়ণের অবশ্যই ডিনায়েস্টি হবে। সত্যযুগের আদিতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য হবে তো অবশ্যই প্রজাও থাকবে। বুদ্ধিও বলে যে - সত্যযুগের আদিতে এত সংখ্যক আত্মা থাকবে, পরে বৃদ্ধি হতে থাকবে। সত্যযুগের আদিতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। অবশ্যই যমুনার কণ্ঠেই (তীরেই) রাধা-কৃষ্ণের রাজধানী ছিল। গঙ্গা যমুনা ইত্যাদি অনেক নদী থাকবে। নদীর তীরে বাসস্থান হবে। এখানে যে দেখায় দ্বারিকা সাগরের তলায় চলে গেছে - এইরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি। না কোনও সাগরের তীরে দেবতাদের গ্রাম থাকবে। এই বম্বে তখন থোড়াই থাকবে! এখন এসব তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। মোস্ট বিলাভড গড ফাদার, যীশু খ্রিষ্টকে গড ফাদার বলবে না। জানে যে যীশু খ্রীস্ট হলেন ম্যাসেঞ্জার (বার্তা বাহক)। পরমপিতা পরমাত্মা তাকে পাঠিয়েছেন। তিনি আসেন নিরাকারী দুনিয়া থেকে। তাকে গড ফাদার মনে করা হয় না। প্রিসেপ্টার (ধর্ম স্থাপক) মনে করা হয়। হিন্দুদের এটা জানা নেই যে - হিন্দু ধর্ম কবে আর কে স্থাপন করেছেন? বাস্তবে হিন্দু ধর্মই তো নেই। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম আছে। আদম-সুমারীতে (জন-গণনাতে) যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করে তো তোমরা বলবে যে আমরা তো হলাম ব্রাহ্মণ। এই সময় আমরা কোনও হিন্দু নই। এই সময় আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখবংশাবলী ব্রাহ্মণ। কিন্তু তোমরা যদিও ব্রাহ্মণ ধর্ম বলবে তথাপি তারা হিন্দুতেই লিখে দেবে। সেখানে স্বর্গে তো আদম সুমারী হয় না, কেননা সেখানে হলোই এক দেবী-দেবতা ধর্ম। তাই জিজ্ঞেস করার দরকারই হয় না। এখানে অনেক ধর্ম আছে তাই জিজ্ঞেস করে। এইসব কথা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। তাই বুদ্ধি দিয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তিনি হলেনই নিরাকার আর তাঁর নাম একটাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরেরও আকারী চিত্র দেখা যায়, শিবের চিত্র কোথায়? বুঝতে পারে যে ইনি হলেন ভগবান। আমরা নিজেদেরকে ভগবান বলতে পারবো না। আত্মা তো পুনর্জন্ম নেয়। এমন নয় যে বাবাও পুনর্জন্ম নেন।

এখন তোমরা তিনলোক সম্বন্ধে জেনে গেছো এইজন্য তোমাদের নাম হল ত্রিলোকীনাথ। ত্রিলোকের জ্ঞাতাকেই নাথ বলা হয়। তোমাদের কাছে এখন ত্রিলোকের জ্ঞান আছে। তোমরা ব্রাহ্মণেরাই জানো, আর কেউ জানে না। সত্যযুগে এই জ্ঞানই থাকে না। এই জ্ঞান কেবল তোমাদেরই প্রাপ্ত হয়, এইজন্য তোমাদের নাম সুপ্রসিদ্ধ। দিলবারা মন্দিরে শিব, আদিদেব, আদি দেবী আর তোমরা বাচ্চারা আছো কেননা তোমরাই এখন সেবা করছো। বাবা আসেন পতিতদেরকে পাবন বানাতে, তাই বাচ্চারা, তোমাদের থেকে বাবা সহযোগ নেন। বাবা বলছেন - যারা যারা আমার সহযোগী হয়, তাদেরকে আমি জানি। এটা তো যেকেউ বুঝতে পারবে, এই সহযোগ করার জন্য তোমাদেরকে বাবা স্বর্গের মালিক বানান। সব স্টুডেন্ট তো একইরকম হবে না। শিববাবার - মানুষকে দেবতা বানানোর দোকান আছে, পুনরায় সেখানে নম্বরের ক্রম আছে। মহারথীদের সেন্টার অবশ্যই ভালোভাবে চলবে। বাবা বুঝতে পারবেন যে এ খুব ভালো সেলস্ ম্যান। সবই হল শিববাবার দোকান। তোমরা অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ব্যবসা করছো। এই বাবা কতোই না সাধারণ! সত্য আর মিথ্যার মধ্যে কতোই না পার্থক্য আছে! সত্যবাদী তো হলেন এক বাবা। বাকি সব মিথ্যাই মিথ্যা। সবথেকে বড় মিথ্যা হল - যিনি শ্রীমত প্রদান করছেন সেই পরমপিতা পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দেওয়া! আগে তো অনন্ত বলে দিত। রাবণ কে, কবে থেকে এসেছে - এটাও কেউ জানে না। রাবণকে তারা ত্রেতাতে নিয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। সত্যযুগকে জানেই না। রাম-সীতা ছিল ত্রেতাতে। সেখানে রাবণের তো থাকার কথাই উঠতে পারেনা। এইসব হল এখানকার কথা। এটা তো এক গল্প বানিয়ে দিয়েছে। কাউকে বোঝালে তো সে বলবে এসব হল বি কে দের কল্পনা। এখন বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে। পয়েন্টস্ গুলিকে ধারণ করতে হবে। যেখানেই থাকো পয়েন্টস্ চেয়েও পড়তে হবে। এমন বলবে না যে সময় নেই। আরে গডলি স্টুডেন্ট যদি বলে যে আমার সময় নেই তো তাকে কি বলা হবে? কাউকে ধারণা কিভাবে করাবে? এতো অসংখ্য পয়েন্টস্ আছে, সে যদি মুরলী না শোনে বা না পড়ে তো ধারণা কিভাবে হবে? এটা তো এডুকেশন (শিক্ষা)। এক সুপ্রীম টিচার শিক্ষক পড়াচ্ছেন। যদি মুরলী না পড়ে তাহলে পয়েন্টস্ শোনাবে কিভাবে? এটা তো বাচ্চারা জানে যে বাবা হলেন জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে ঊর্ধ্বে। তিনি পুনর্জন্ম নেন না। কিন্তু তাঁর জয়ন্তী পালন করে। এরা তো শিব জয়ন্তী পার্বনটাকেই বন্ধ করে দিচ্ছে। এখন কে বলবে - শিবের জয়ন্তী কিভাবে হয়েছে? তিনি কি করেছেন? গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম আছে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপে তো আসতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণকে বৈকুন্ঠনাথ বলা হয়, ত্রিলোকীনাথ নয়। তো বৈকুন্ঠ অথবা স্বর্গ এখানেই ছিল। শ্রীকৃষ্ণও এখানেই ছিলেন। রাধাকৃষ্ণ কোনও ভাই বোন ছিলেন না। দুজনে আলাদা আলাদা নিজেদের রাজধানীতে ছিলেন। বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করেছে - কিভাবে স্বয়ংবর হয়? বাবা শুরুতেই তোমাদেরকে এই খুশীর নেশায় অনেক ভাসিয়েছিলেন। একাই অন্দরে ভাট্টিতে পড়ে ছিল। কোনও মিত্র সম্বন্ধীদের সাথে মিলিত হত না।

তো বাবা অনেক সাক্ষাৎকার করিয়েছেন। পুনরায় অন্তিম সময়ে তোমরা অনেককিছু দেখবে। মনে হবে আমরা যেন বৈকুন্ঠে বসে আছি। অন্তিম সময়ে মানুষের হয়রানি হবে। অনেক ঝঞ্ঝাট আসবে, একে বলা হয় অত্যন্ত ক্রুরতাপূর্ন। এসব কথা দুনিয়ার মানুষ জানে না। এমন নয় যে গভর্মেন্ট কোনও রায় দেবে। এখন তো সকলের বিনাশ হবে। তোমরা অবিনাশী বাবার থেকে অবিনাশী পদ প্রাপ্ত করছো। যদি প্রজাতেও আসো তো অহো সৌভাগ্য। সেখানে হল সুখই সুখ। এখানে হল দুঃখই দুঃখ। এখন বাবা পড়াতে এসেছেন তাই পড়তে হবে। যদি কাজ থাকে, তাহলে হাত দিয়ে কাজ করো, হৃদয় দিয়ে বাবাকে স্মরণ করো... বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে যুক্ত থাকবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও তাঁকে স্মরণ করতে হবে। আরে, বাবা স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন, তোমরা কি তা বুঝতে পারছো! ২১ জন্ম রাজত্ব করেছো। কোনও চিন্তার কথা নেই। এখানে তো দেখো, সাধারণ মানুষ কতোইনা চিন্তাগ্রস্ত থাকে! সেখানে চিন্তা থাকবে না। তোমরা সেখানে প্রালব্ধ ভোগ করবে। কিন্তু সেখানে এটা জানতে পারবে না। এই জ্ঞান তোমাদের কাছে এখনই আছে যে আমরা অবিনাশী বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। পুনরায় অটোমেটিকলি আমরা রাজধানীর উত্তরাধিকার নিতে থাকবো। এমন নয় যে দান-পূণ্য করলেই রাজা হয়ে যাবে। না। সেটা হল এই সময়ের পুরুষার্থের প্রালব্ধ। তাই কতোইনা পুরুষার্থ করতে হবে, যার ফলে ২১ জন্মের প্রালব্ধ তৈরী হবে! সেখানে পুরুষার্থ প্রালব্ধের কথা হয় না। সেখানে কোনও অপ্রাপ্ত বস্তুই নেই যার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। সেখানে সবাই হল ধনবান। এখানে মানুষ পড়াশোনা করে জজ্ হয়, ডাক্তার হয়.... সেখানে তো না জজ্ থাকবে আর না ডাক্তার ইত্যাদি থাকবে। সেখানে কেউ পাপ করবেই না। সেখানে কোনও চোর-ডাকাত থাকবে না। তোমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হবে। তোমাদের কোনও ব্যাপারেই কোনও কিছু চিন্তা করার দরকার পড়বে না। অন্ন ইত্যাদির জন্য টাকা পয়সা দিতে হবে না। বাবার সময়ে ৮-১০ আনাতে ২০ কেজি আনাজ পাওয়া যেত। তাহলে তারও পূর্বে কি হত? এখন তো কত দামী হয়ে গেছে! এখন আরও মূল্যবৃদ্ধি হবে, তারপর সস্তা হয়ে যাবে। ড্রামা অনুসারে সবকিছুই তোমরা প্রাপ্ত করবে। তাদের সহায়তাতেই তোমরা রাজধানী প্রাপ্ত করবে। দুই বাঁদর নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে আর মাখন তোমরা পাবে। দুনিয়ার মানুষ এটা থোড়াই জানে যে তোমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন! ইনি গুপ্ত বেশে আছেন। তোমাদেরকে এক সেকেণ্ডে বৈকুন্ঠের রাজধানী প্রদান করেন। খুদা দোস্তের কাহিনী আছে তাই না। এই মহিমা হল বাবার। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) ভালো হুশিয়ার সেলসম্যান হয়ে অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ব্যবসা করতে হবে। অবিনাশী প্রালব্ধ বানানোর জন্য নিজের বুদ্ধিযোগ এক বাবার সাথে যুক্ত করতে হবে।

২) পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য সত্যিকারের প্রিয়তমা (আশিক) হতে হবে। নিরন্তর এক প্রিয়তমের স্মরণে থাকতে হবে।

বরদানঃ- সর্বশক্তিমানের সাথী হয়ে সকলের প্রতি শুভ ভাবনা প্রদানকারী চিন্তন বা চিন্তা মুক্ত ভব

কিছু কিছু বাচ্চা চিন্তন করে যে অমুকের অসুখ যেন ঠিক হয়ে যায়, বাচ্চা বা পতি যাতে জ্ঞানে চলে, ব্যবসা ঠিক হয়ে যায়... এইসব ভাবনা তো খুব ভালো, কিন্তু তোমাদের এই চাহিদা পূরণ তখন হবে যখন নিজে হাল্কা হয়ে বাবার থেকে শক্তি নেবে। এরজন্য বুদ্ধি রূপী পাত্র খালি রাখতে হবে। সকলের কল্যাণ চাও তো স্বয়ং শক্তিরূপ হয়ে সর্বশক্তিমানের সাথী হয়ে শুভ ভাবনা করতে থাকো। চিন্তন বা চিন্তা মুক্ত হও, বন্ধনে ফেঁসে যেও না।

স্লোগানঃ- যারা প্রশ্ন থেকে ঊর্ধ্বে থাকে তারাই সর্বদা প্রসন্নচিত্ত থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;